কালবেলা

ডাকসুর ব্যালট নীলক্ষেতে ছাপা হলেও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় পাঁচ ধাপে

ভোট কাস্টিং অনুপাতে মিলেছে স্বাক্ষর

- নীলক্ষেতে ছাপানোর বিষয়টি প্রশাসনকে অবগত করেনি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান
- কোনো অনিয়ম দেখেননি বিএনপিপন্থি রিটার্নিং কর্মকর্তারা
- নির্বাচনে দায়িত্বে থেকেও অনিয়মের বিবৃতিকে দ্বিচারিতা বলছে ইউটিএল
- আজ ব্যাখ্যা দিতে পারে কমিশন
- সন্দেহের অবসান চান প্রার্থীরা

আমজাদ হোসেন হৃদয় ▸▸

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার দুই সপ্তাহের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। নীলক্ষেতে ব্যালট ছাপানোকে কেন্দ্র করেই মূলত এই বিতর্কের সূত্রপাত। তবে নির্বাচন কমিশনের দাবি, নীলক্ষেতে ব্যালট ছাপানো হলেও নির্বাচনে কারচুপির কোনো সুযোগ ছিল না। বিতর্কের পর ভোট কাস্টিং এবং ভোটারদের স্বাক্ষর পুনর্মিলন করা হলেও কোনো অমিল পাননি তারা। ব্যালট সরবরাহের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মোট ৮৮ হাজার ব্যালট নীলক্ষেতে ছাপানো হয়েছিল ঠিকই, তবে সেগুলো পাঁচ ধাপে ব্যবহার উপযোগী করা হয়। এদিকে নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করা বিএনপিপন্থি শিক্ষকরাও জানিয়েছেন, তারা ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের অনিয়ম বা কারচুপির ঘটনা প্রত্যক্ষ করেননি।

গত ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচন হয়। ভোটার ছিলেন ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। নির্বাচনে ডাকসুর ২৮টি পদের ২৩টিতে জিতেছে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট'। প্রচারের শুরু থেকে ভোটগ্রহণ ও ফল ঘোষণা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল। অবশ্য ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন প্রার্থী কিছু অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। ডাকসুর নির্বাচিতরা দায়িত্ব নেওয়ার পর ব্যালট পেপার অরক্ষিত অবস্থায় ছাপানোর বিষয়টি সামনে আসে। এর জবাবে শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলেছে, যেভাবে ব্যালট ছাপানো হয়েছে, তা নীলক্ষেতের কোনো দোকানে সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এই বক্তব্যের পর নীলক্ষেতে ছাপানোর ঘটনা স্পষ্ট হলে বিতর্ক বাড়তে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের একটি সূত্র কালবেলাকে নিশ্চিত করেছে, নীলক্ষেতে ব্যালট ছাপানোর বিষয়টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

▸▸ এরপর পৃষ্ঠা ৬ ▸ কলাম ১

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৩ আশ্বিন ১৪৩২

DU in Media

28 September 2025

ডাকসুর ব্যালট নীলক্ষেতে ছাপা হলেও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্বাচন কমিশনকে জানায়নি। বিষয়টি সামনে আসার পর গুরুত্ব দিয়েই তারা দেখছেন। ভোট কাস্টিং এবং ভোটারদের স্বাক্ষর ফের গণনা করা হয়েছে, তাতে কোনো অমিল তারা পাননি। নীলক্ষেতে ব্যালট ছাপানোর দায়ে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তারা তার উত্তরও দিয়েছেন। আজ রোববার সংবাদ সম্মেলন বা প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তারা পুরো বিষয়টির ব্যাখ্যা জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

নির্বাচন সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা কালবেলাকে বলেন, অতিরিক্ত ব্যালট ছাপানো হয়নি। মোট ভোটার সমানুপাতে ব্যালট পেপার নেওয়া হয়েছে। মোট ভোট কাস্ট হয়েছে ২৯ হাজার ৮২১ অর্থাৎ ৭৪ দশমিক ৭৯ শতাংশ। স্বাক্ষরও সমপরিমাণ আমরা পেয়েছি। প্রাথমিক একটা প্রক্রিয়ায় নীলক্ষেতে ছাপানো হলেও তদন্ত করে কোনো ধরনের অনিয়ম আমরা পাইনি। এর জন্য নির্বাচন বা ফলে কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।

নীলক্ষেতে ছাপানো এমআরএম ইঞ্জিনিয়ারিং লি. কোম্পানির একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, যেহেতু ব্যালটটি কয়েকটি ধাপে তৈরি হয় এবং এতে সিকিউরিটি কোড থাকে, তাই এটি নকল করা সম্ভব নয়। ধাপগুলো হলো—ছাপানো, সঠিক মাপে কাটিং করা, সিকিউরিটি কোড বসানো, মেশিনে প্রি-স্ক্যান করা, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের স্বাক্ষর ও সিল। সর্বমোট ২২ রিম কাগজ ছাপানো হয়। ২২ রিমে ব্যালট হয় ৮৮ হাজার। জালাল প্রেস হিসাব না করে ভুলে ৯৬ হাজার বলেছে। পরে তিনি ভুল বুঝতে পেরেছেন। ব্যস্ততার কারণে এই বিষয়টি আমরা কর্তৃপক্ষকে জানাতে ভুলে যাই।

ডাকসুর মোট ভোটার ৩৯ হাজার ৮৭৪। প্রত্যেক ভোটারের ছয়টি করে ব্যালটের হিসাবে মোট ব্যালট সংখ্যা হয় ২ লাখ ৩৯ হাজার ৩০৪টি। ব্যালট সরবরাহের কাজ করেছে আনজা করপোরেশন এবং এমআরএন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড। আনজা করপোরেশন গণমাধ্যমকে জানায়, তারা ১ লাখ ৫৩ হাজার ব্যালট ছাপানোর কাজ করেছে। এ ছাড়া নীলক্ষেতে বাকি ৮৮ হাজার ব্যালট ছাপায় এমআরএন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড। নীলক্ষেতে প্রাথমিক ছাপা শেষে আরও গোপন পাঁচ ধাপে ব্যবহার উপযোগী ব্যালটের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় বলে জানান সরবরাহকারী ফেরদৌস ওয়াহিদ।

নীলক্ষেতে ব্যালট ছাপানোর বিষয়টি জানতে সরেজমিন যায় কালবেলা। সেখানে ব্যালট প্রিন্টিং ও কাটিংয়ের কাজে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে ব্যালট প্রস্তুতির প্রক্রিয়া নিয়ে কথা হয়। মক্কা পেপার হাউসের কর্মচারী মোহাম্মদ দ্বীপু বলেন, প্রথমে আমার কাছে ২২ রিম পেপার আনা হয়। ব্যালট পেপারের শিটের প্রতিটির সাইজ ২৩ বাই ৩৬ ইঞ্চি। এটাকে কেটে সাড়ে ১১ বাই ১৮ ইঞ্চি করেছি। ১ রিম কাগজে ৫০০ শিট থাকে, ২২ রিমে ১১ হাজার শিট ছিল। একটা শিট কেটে চারটি ব্যালটের সাইজ করা হয়। ১১ হাজার শিট কেটে ৪৪ হাজার ব্যালট করা হয়। পরে জালাল ভাইয়ের দোকানে প্রিন্টিংয়ের কাজ করা হয়। শুকানোর পরে দ্বিতীয় ধাপে ৪৪ হাজারকে কেটে দুই ভাগ করে ৮৮ হাজার ব্যালট করি।

নীলক্ষেত থেকে ব্যালট সরবরাহকারী এমআরএন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের কর্মচারী ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, আমাদের কাটিং মেশিনের সমস্যার জন্য শেষ মুহূর্তে সময় কম থাকায় নীলক্ষেত থেকে কাজ করতে হয়েছে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে এক দিন আগে ব্যালটগুলো দিতে হবে। ব্যালট সংখ্যা ৯৬ হাজার মোটেও নয়। সাংবাদিক ভুলভাবে উপস্থাপন করায় জালাল ভুল করে এ কথা বলেছে। আমাদের ৮৬ হাজার সামথিং ব্যালট দরকার ছিল। তাই আমরা ২২ রিম ছাপাইছিলাম, ২২ রিমে সাধারণত ৮৮ হাজার হয়। এ ছাড়া কিছু ব্যালট যদি নষ্ট হয়ে যায়, সেই বিষয় বিবেচনা করা হয়েছিল।

কোনো অনিয়ম দেখেননি বিএনপিপন্থি রিটার্নিং কর্মকর্তা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল গত শুক্রবার ডাকসু নির্বাচনে নজিরবিহীন জালিয়াতি ও অনিয়মের অভিযোগ উল্লেখ করে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে যেসব ক্ষেত্রে কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, সেসব বিষয়ে ঢাবি প্রশাসনকে অনতিবিলম্বে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে নির্বাচনের ফল স্থগিত করে ফের একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজনের দাবি জানান তারা। ডাকসু নির্বাচনে বিভিন্ন কেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা বেশিরভাগ শিক্ষকই ছিলেন বিএনপিপন্থি। তাদের মধ্যে অন্তত পাঁচ কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা বিএনপিপন্থি রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে কথা হয় কালবেলার। তারা কেউই নির্বাচনে অনিয়ম বা কারচুপির কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেননি। বরং নির্বাচন সুষ্ঠু ও স্বচ্ছতা ছিল বলে জানান তারা।

এফএইচ হল কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করা জীববিজ্ঞান অনুষদ সাদা দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ তানভীর রহমান কালবেলাকে বলেন, নির্বাচন প্রক্রিয়া সামগ্রিকভাবে স্বচ্ছ ছিল। সব সাংবাদিক এবং এজেন্টদের সামনে ভালোভাবে মনিটর করা, গণনার সময় সিসি ক্যামেরায় মনিটর করা হয়েছে। এখানে যদি বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করা হতো, তা ছাত্রদলের পক্ষে যেত। বেশিরভাগ রিটার্নিং অফিসার বিএনপিপন্থি শিক্ষক ছিল, বেশিরভাগ হলের প্রভোস্টরাও বিএনপিপন্থি। কিন্তু শিক্ষকরা এখানে সৎ ছিলেন। কারচুপি বা অনিয়মের কোনো সুযোগ ছিল না।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হল কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার কলা অনুষদ সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. নুরুল আমিন কালবেলাকে বলেন, আমাদের কেন্দ্রে কোনো ধরনের অনিয়ম হয়নি। আমরা সবকিছু স্বচ্ছতার সঙ্গেই করেছি। কেউ কেউ অভিযোগ করেছে তবে আমি কোনো ধরনের অনিয়ম দেখিনি।

সাদা দলের একটি অনুষদের আরেক যুগ্ম আহ্বায়ক কালবেলাকে বলেন, কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ভোটগ্রহণ, ভোট গণনা এবং ফল প্রকাশ করা হয়েছে। প্রার্থীদের এজেন্ট, সাংবাদিক, কর্মকর্তা সবার সামনেই সবকিছু করা হয়েছে। কেউই এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলেনি। ভোটগ্রহণের আগে খালি বক্স দেখানো হয়েছে, গ্রহণ শেষে অব্যবহিত ব্যালট সবার সামনেই সিলগালা করা হয়েছে। কোনো ধরনের অনিয়ম আমরা দেখিনি।

পরিচালনার দায়িত্বে থেকেও অনিয়মের অভিযোগ দ্বিচারিতা বলছে ইউটিএল: ডাকসু নির্বাচন পরিচালনার অধিকাংশ দায়িত্বে থেকেও নির্বাচন নিয়ে বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দলের অনিয়মের অভিযোগ তুলে বিবৃতিকে দ্বিমুখী আচরণ বলে মনে করছে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সংগঠন ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংক।

গতকাল শনিবার ডাকসু ভবনের সামনে নির্বাচনকেন্দ্রিক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে সংগঠনটি। এতে লিখিত বক্তব্য দেন ইউটিএলের আহ্বায়ক অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী শিক্ষকগণের সংগঠন সাদা দল ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এক হতাশাজনক বিবৃতি প্রদান করেছে। জুলাই- পরবর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোতে সংগতকারণে সাদা দল নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিভিন্ন অনুষদের ডিন এবং ১৮টি হলের মধ্যে ১৬টি হলের প্রভোস্টরা সরাসরি সাদা দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ ছাড়া ডাকসু নির্বাচনের জন্য গঠিত নির্বাচন কমিশনের ১০ জন সদস্যের মধ্যে ৮ জনই সাদা দল ও ২ জন পিংক দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া রিটার্নিং অফিসার, পোলিং অফিসারদের অধিকাংশই সাদা দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে পরিচিত। নির্বাচন পরিচালনার অধিকাংশ দায়িত্ব যখন সাদা দলের শিক্ষকদের হাতে ছিল; তখন নিজেদের বিবৃতিতে দাবি করা নির্বাচনে 'জালিয়াতি ও অনিয়ম' প্রসঙ্গটি এটি দ্বিচারিতা ও দ্বিমুখী আচরণের পর্যায়ে পড়েছে। এতে করে বিবৃতিদানকারী শিক্ষকদের নৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে ইউটিএলের পক্ষ থেকে ৩টি প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়। সেগুলো হলো—বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উত্থাপিত অযৌক্তিক প্রশ্নের সুরাহা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের পর কোনো ধরনের হ্যারেসমেন্ট কিংবা তাদের ম্যান্ডেট কেড়ে নেওয়ার মতো কর্মকাণ্ড বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; সাদা দলের বিবৃতি প্রত্যাহার করতে হবে।

সন্দেহের অবসান চান প্রার্থীরা: ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ছাত্রদল, বাগছাসসহ অন্য প্যানেলের প্রার্থীরা নির্বাচন নিয়ে যে অসংগতি ও নীলক্ষেতে ব্যালট ছাপানোর যে বিষয়টি এসেছে, তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা চেয়েছেন। তারা বলছেন, নির্বাচনের ফল তারা মেনে নিয়েছেন; কিন্তু গণতন্ত্রের স্বার্থে, স্বচ্ছতার স্বার্থে এ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করা দরকার এবং যেসব সন্দেহ তৈরি হয়েছে তার অবসান জরুরি।

বাগছাস সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের কালবেলাকে বলেন, নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের আহামরি কোনো দাবি নেই। যেসব অভিযোগ, অসংগতি উঠে এসেছে এবং নীলক্ষেতে ব্যালট ছাপানোর যে বিষয়টি এসেছে, সেগুলো সুস্পষ্ট করার দাবি জানিয়েছি।

ছাত্রদল প্যানেলের জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম কালবেলাকে বলেন, এ যে অসংগতিগুলো উঠে এসেছে সেগুলোর জবাব দেওয়া দরকার। অভিযোগগুলো পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হিতে বিপরীত হচ্ছে। আমরা চাই খুব দ্রুত ক্যাম্পাসের পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে সব ধরনের সন্দেহের অবসান ঘটুক। এ অভিযোগগুলো সত্য কি মিথ্যা—সেগুলো নির্বাচন কমিশন আমাদের জানাক।

ডাকসুর নির্বাচিত ভিপি সাদিক কায়েমও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, যেসব অভিযোগ প্রার্থীরা করছেন সেগুলো আমলে নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। তাদের সেটা করা উচিত।

আজকের পত্রিকা

৬০ বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ঢাবি

ক্যাম্পাস ডেস্ক

গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে (জিইউবি) অনুষ্ঠিত হ্যাক দ্য এআই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার দিনব্যাপী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রিন ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগ ও গ্রিন ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার ক্লাব (জিইউসিসি) যৌথভাবে এর আয়োজন করে। এতে দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

হ্যাক দ্য এআই পাওয়ার্ড বাই স্মাইথওএস প্রতিযোগিতায় ৬০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪২টি দল নিবন্ধন করে। প্রাথমিক বাছাই শেষে ৫০টি দল ফাইনালে ওঠে। এগুলোর মধ্যে ছিল গ্রিন ইউনিভার্সিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, শাবিপ্রবি, রুয়েট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, এআইইউবি, ডিআইউ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, আইইউটি, জাইু, মাভাবিপ্রবি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ফাইনালে অংশগ্রহণকারীরা টানা ৮ ঘণ্টা উদ্ভাবনী চিন্তা, কোডিং দক্ষতা ও সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা উপস্থাপন করেন। শীর্ষ ১০ দল সরাসরি প্রেজেন্টেশনের সুযোগ পায়, সেখানে তাদের কাজ মূল্যায়ন করেন একাডেমিয়া, ইন্ডাস্ট্রি ও স্মাইথওএসের বিশেষজ্ঞ বিচারকেরা।

প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিইউ প্রমিথিউস দল। প্রথম রানার্সআপ হয় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তপ্থিক দল এবং দ্বিতীয় রানার্সআপ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিজ্ঞাব দল। বিজয়ীরা নগদ ৬০০ মার্কিন ডলার পুরস্কারের পাশাপাশি স্মাইথওএসের সঙ্গে ৭০০ ডলারের বেশি সম্মানীতে রিমোট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পদে কাজ করার সুযোগ পাবেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের উপাচার্য ড. মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিনির্ভর নেতৃত্ব বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন। আয়োজনকারী সিএসই বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আহসান হাবিব অংশগ্রহণকারী, বিচারক, অতিথি এবং অংশীজনদের বিশেষ ধন্যবাদ জানান।
এ ছাড়া ব্রেন স্টেশন-২৩-এর সিনিয়র এআই ইঞ্জিনিয়ার আরিফ ইত্তিয়াক সানি অনুষ্ঠানে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন।



প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিইউ প্রমিথিউস দল। ছবি: সংগৃহীত

জনকণ্ঠ

ঢাবিতে মাদকসেবী ভবঘুরেদের বিরুদ্ধে অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে মাদকসেবী, ভবঘুরে ও ভাসমান ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম ও এস্টেট অফিস। ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এবি জুবায়েরের সমন্বয়ে অভিযানটি পরিচালনা করা হয়। শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে অভিযান শুরু হয়। এ সময় উদ্ধার এসব ব্যক্তির কাছে মাদকদ্রব্য ও বিভিন্ন ধারালো অস্ত্রসহ একাধিক বস্তু পাওয়া যায়।

অভিযানটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত মেট্রোরেল স্টেশনের নিচ থেকে শুরু হয়। অভিযান শেষে সাংবাদিকদের অভিযানের বিষয়ে জানান সমাজসেবা সম্পাদক এবি জুবায়ের।

তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি ক্যাম্পাস যেখানে মাদকসেবী, ভবঘুরে ও পাগলদের অভয়ারণ্য হয়ে গেছে। আমাদের অঙ্গীকার ছিল ক্যাম্পাস শিক্ষার্থীবান্ধব করে তোলা। সে তাড়না থেকে প্রক্টরিয়াল টিমের সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করেছি। ক্যাম্পাসে মাদকসেবী, মাদক কারবারি, ছিনতাইকারী ও ভবঘুরে যারা আছে, তাদের ক্যাম্পাস থেকে উচ্ছেদ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ করার লক্ষ্যেই এই অভিযান। তিনি বলেন, অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা শুরু থেকেই কিছু উদ্বেগজনক জিনিস পেয়েছি। এর মধ্যে মাদক, ইয়াবা, ভেতি রয়েছে। ড্রাগ সেওয়ার জন্য সিরিঞ্জও পেয়েছি। নাম না জানা অনেক কিছু মিলেছে। বিভিন্ন ছুরি, কাঁচি, ব্লেডসহ ধারালো জিনিসও পাওয়া গেছে।



ডাকসুর উদ্যোগে শনিবার ক্যাম্পাসে মাদকাসক্ত, পাগল ও ভবঘুরে মুক্ত করতে টিএসসির মেট্রোস্টেশনের নিচ থেকে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয় -জনকণ্ঠ

সমকাল ২৮-৯-২৫



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অভিযান চালিয়ে ভবঘুরে ও ছিন্নমূল মনুষ্যদের উচ্ছেদ করেছে ডাকসু। সমাজসেবা সম্পাদকের নেতৃত্বে এই অভিযানে ছিল প্রক্টরিয়াল টিমও। শনিবার দুপুরে ছোলা ' সমকাল

টিএসসিতে বাস্তুহীন ব্যক্তিদের উচ্ছেদে অভিযান ডাকসুর

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাকায় থাকা বাস্তুহীন ও ভাসমান মানুষদের উচ্ছেদে অভিযান চালিয়েছে ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। শনিবার দুপুরে ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এ বি জুবায়েরের নেতৃত্বে অভিযানটি চালানো হয়। প্রক্টর অফিস এবং এস্টেট অফিসের নিরাপত্তা বিভাগও অভিযানে অংশ নেয়। পরিচালনা করে। তবে এ ধরনের অভিযান পরিচালনা হাকার ও প্রক্টরের এককভাবের মতো শক্ত বিষয়। তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিনা নোটিশে উচ্ছেদ এবং অভিযানের সময় নারীসহ বাসিন্দাদের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ঘটনায় অনেকে এর সমালোচনা করছেন।

শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে টিএসসির মেট্রোরেল স্টেশনের নিচ থেকে অভিযান শুরু হয়। এ বি জুবায়েরের ভাষ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মাদকসেবী, ভবঘুরে ও মানসিক ভারসাম্যহীনদের অভয়ারণ্য হয়ে গেছে। তাদের অঙ্গীকার ছিল ক্যাম্পাস শিক্ষার্থীবান্ধব করে তোলা। সে তাড়না থেকে প্রক্টরিয়াল টিমের সমন্বয়ে অভিযান চালানো হচ্ছে। ক্যাম্পাসে মাদকসেবী, মাদক কারবারি, ছিনতাইকারী ও ভবঘুরে যারা আছে, তাদের উচ্ছেদ করা এর লক্ষ্য।

ডাকসুর গঠনতন্ত্রের 'ক্যাপাবিলি' ধারায় ৯টি কাজ তালিকাভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে এ ধরনের কোনো অভিযানের সিদ্ধান্ত বা আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত কিছু নেই। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান করার কোনো ক্ষমতাও তালিকায় নেই। ডাকসুর কার্যবিলিতে প্রধানত শিক্ষার্থীদের ভাতকর্ম সংক্রান্ত, ব্লুপ্রিন্ট, ম্যাগাজিন বা পত্রিকা প্রকাশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বক্তৃতা, বিতর্ক, আপ্যায়ন ইত্যাদি বিষয় রয়েছে।

অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রক্টর অফিসের যেসব ক্ষমতার কথা উল্লেখ রয়েছে, তাতেও এ ধরনের অভিযান চালানোর এখতিয়ারের বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই।

এ ব্যাপারে জানতে প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক শাহাদুজ্জামান ভূঁইয়াকে মোবাইল ফোনে বহুবার ও রাতে একাধিকবার ফোন করা হয়। তবে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

জানতে চাইলে এ বি জুবায়ের সমকালকে

পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহযোগিতায় অভিযান পরিচালিত হয়েছে। তাঁর উচ্ছেদের আগে ভবঘুরেদের নোটিশ দেওয়া হয়নি কিংবা কোনো কারণদর্শানোর জানানো হয়নি। ভবঘুরে, ভাসমান এই লোকদের পুনর্বাসনের বিষয়টি ধাত্রে নেওয়া হচ্ছে।

এর আগে ১১ সেপ্টেম্বর মাইক্রোবাস পূর্ণ মেয়াদের একটি মেয়াদ থেকে টিউশন ফি পাওয়ার হল সংসদের বার্ষিকীতির সমাজসাপ্তি (ডিসি) আজিজুল হক চৌধুরীকে তিন হাজার টাকা জরিমানা করেন। তখন প্রক্টর রাসেলোছেসেন, এটি হল সংসদের ডিসির এখতিয়ারে নেই।

গতকাল উচ্ছেদ অভিযানের পর ডাকসু সমাজসেবা সম্পাদক জানান, অভিযানে কিছু মাদক, ছুরি, কাঁচি, ব্লেডসহ ধারালো জিনিস পাওয়া গেছে। তবে কথা এসব জব্দের একজনকে শাস্তিসহ থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আরা এখানে মাদক সেবন করে। ব্যবসা করে। সন্ধ্যার পর ছিনতাই হয়। বিভিন্ন মৌসুমভিত্তিক ফার্ম পাওয়া গেছে।

জুবায়ের বলেন, এটা আমাদের সাময়িক অভিযান। দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথে হাঁটছি। এরই মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা চলছে। আমরা অভিযান্ত্র রাজনীতি প্রশাসনসহ নিরাপত্তাকর্মী রাখব, যাতে এসব লোক ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে না পারে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৩ আশ্বিন ১৪৩২

DU in Media

28 September 2025

ইত্তেফাক



ঢাবি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকা থেকে ভবঘুরে ও মাদকসেবীদের উচ্ছেদে গতকাল অভিযান চালায় প্রক্টরিয়াল টিম ও এস্টেট অফিস —ইত্তেফাক

ঢাবিতে মাদকসেবী ও ভবঘুরেদের উচ্ছেদে অভিযান

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকায় মাদকসেবী, ভবঘুরে ও অসহায় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম ও এস্টেট অফিস। শান্তিনগর, পুলিশ সমমর্যাদায় ও এস্টেট অফিস। শান্তিনগর, পুলিশ সমমর্যাদায় এতে অংশ নেন। ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এবি জুবায়েরের সমন্বয়ে অভিযানটি পরিচালনা করা হয়। এ সময় ১৫ বছর বয়সি এক কিশোরকে ইয়াবাসহ আটক করে পুলিশে হস্তান্তর করা হয়।

গত শনিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রোরেল স্টেশনের নিচ থেকে এ অভিযান শুরু করা হয়।

অভিযান শেষে ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এবি জুবায়ের বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন একটি ক্যাম্পাস, যেখানে মাদকসেবী, ভবঘুরে ও পাগলদের অবস্থানও বেড়ে গেছে। আমাদের অঙ্গীকার ছিল ক্যাম্পাস শিক্ষার্থীবান্ধব করে তোলা। সে তাড়না থেকে প্রক্টরিয়াল টিমের সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করেছি। ক্যাম্পাসে মাদকসেবী, মাদক কারবারি, ছিনতাইকারী ও ভবঘুরেরা যারা আছে, তাদেরকে ক্যাম্পাস থেকে উচ্ছেদ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ করার লক্ষ্যেই এই অভিযান।' তিনি বলেন, 'অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা শুরু থেকেই কিছু উদ্বেগজনক জিনিস পেয়েছি। এর মধ্যে মাদক, ইয়াবা, হেরোইন পেয়েছি। ক্লাস নেওয়ার জন্য শিক্ষকও পেয়েছি। যারা না জেনে অনেক কিছু মিলেছে। বিভিন্ন ছুরি, কাটি, ড্রেসের ব্যাগসহ জিনিসও পাওয়া গেছে।' তিনি আরো বলেন, 'শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসকে টেকসই ও নিরাপদ করা আমাদের অঙ্গীকার। আমরা অভিযানে প্রত্যেক প্রবেশপথে চিকিৎসিটি ফোর্স রাখব, যাতে এসব লোক ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে না পারে।

সংবাদ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি সংলগ্ন এলাকায় মেট্রোরেলের নিচে ঘাপটি মেরে থাকা অসহায় ব্যক্তিদের উচ্ছেদে অভিযান পরিচালিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের (ডাকসু) সমাজসেবা সম্পাদক এবি জুবায়েরের নেতৃত্বে অভিযানটি প্রক্টর অফিস এবং এস্টেট অফিসের নিরাপত্তা বিভাগ পরিচালনা করে। শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে টিএসসি মেট্রোরেল স্টেশনের নিচ থেকে অভিযানটি শুরু হয় —সংবাদ

খোলা কাগজ



সোনারগাঁওয়ে ফটোওয়ার্ক

ঐতিহ্য ও শিল্পের সংস্পর্শ

ওয়ালিয়ার রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি (টিএফপি) বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা এক দিনের ফটোওয়াকে অংশ নিলেন সোনারগাঁয়ের ঐতিহাসিক পানাম নগর এবং লোক ও লোকশিল্প জাদুঘর প্রাঙ্গণে। টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি (টিএফপি) বিভাগের তত্ত্বাবধানে ৭ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত এই ফিল্ড ট্রিপটি ছিল শিক্ষার্থীদের কোর্স কারিকুলামের একটি অংশ। এতে অংশ নেন টিএফপি ফটোগ্রাফি ক্লাবের সদস্যরাও।

সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে চেপে হৈ-হুল্লোড় করতে করতে শিক্ষার্থীরা পৌঁছে যান তাদের গন্তব্যে। পানাম নগরে পৌঁছেই তাদের স্বাগত জানান কোর্স ইনস্ট্রাক্টর মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান এবং টিএফপি ফটোগ্রাফি ক্লাবের মডারেটর ও বিভাগের লেকচারার শাওলিন শাওন। ফটোওয়াকের শুরুতেই প্রথমেই মোস্তাফিজুর রহমান শিক্ষার্থীদের ফটোওয়াকের নির্দেশনা দেন এবং দলবদ্ধভাবে কাজ করার সুবিধার্থে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে দেন। প্রতিটি গ্রুপের দায়িত্বে ছিলেন ফটোগ্রাফি ক্লাবের একজন করে সদস্য।

ঐতিহাসিক স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন পানাম নগর শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন এক অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। ক্যামেরার লেন্সের মাধ্যমে তারা আবিষ্কার করেন প্রাচীন নগরীর কোনায় কোনায় ছড়িয়ে থাকা ইতিহাসের চিহ্ন। টিকিট কেটে প্রবেশের পরপরই শিক্ষার্থীরা তাদের অ্যাসাইনমেন্টের জন্য ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রাচীন অতীতের গল্প বলা শতাব্দী প্রাচীন ভবন, ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপত্য এবং পথের মাঝে ছড়িয়ে থাকা ইট-পাথর ক্যামেরায় ধারণ করছিলেন শিক্ষার্থীরা।

ফটোওয়াকের বিষয়ে বিভাগের চেয়ারম্যান এস এম ইমরান হোসেন বলেন, এই ফিল্ড ট্রিপের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীরা ফটোগ্রাফির যেসব থিওরি পড়েছেন প্রাকটিক্যালি সেগুলোর চর্চা করা। এটি বিভাগের প্রথম সেমিস্টারের শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে সোনারগাঁওয়ের পানামনগর এবং লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী ছবি তোলার হাতে কলমে শিক্ষা নিয়েছে, এতে আমি খুবই আনন্দিত। বিভাগে এ ধরণের উদ্যোগ এটিই প্রথম এবং আমি আশা করছি ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

পানাম নগরের ফটোওয়াক শেষে শিক্ষার্থীরা যান সোনারগাঁয়ের বিখ্যাত লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরের উদ্দেশ্যে। দুপুরের খাবারের পর তারা বেরিয়ে পড়ে জাদুঘর পরিদর্শনে। সেখানে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি, নানান কারুশিল্প এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন। জাদুঘর প্রাঙ্গণে আয়োজিত মাসব্যাপী লোকশিল্প মেলার নানান রঙিন স্টলকে নিজেদের ছবির বিষয়বস্তু করে নেন শিক্ষার্থীরা।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত কারুশিল্পীরা তাদের হাতে তৈরি পণ্যের পসরা নিয়ে এসেছেন ঐতিহ্যবাহী এই মেলায়। নকশি কাঁথা, টেপা পুতুল, জামদানি শাড়ি, দেশীয় মৃৎশিল্প, গ্রামীণ খেলনা ও নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী খাবার দেখে মুগ্ধ হন শিক্ষার্থীরা; ক্যামেরার ফ্রেমে তারা বন্দি করেন বাংলার লোকজ ঐতিহ্যের এই অপরূপ মুহূর্তগুলো।

দিনের আলো ফুরিয়ে আসতেই শুরু হয় ফেরার প্রস্তুতি। বিকেলের মিষ্টি রোদে সোনারগাঁয়ের রঙিন স্মৃতিগুলো ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি করে শিক্ষার্থীরা যখন ফিরতি পথে, তখন শীতলক্ষ্যা নদীর উপর দিয়ে ছুটে চলছিল তাদের বাস। সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার ব্যস্ত নগর জীবনে ফিরলেও শিক্ষার্থীদের মনে রয়ে গেল এক দিনের এ অসাধারণ অভিজ্ঞতা যা তাদের ফটোগ্রাফি শিক্ষার পথচলায় অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

The Bangladesh Today | 11
SUNDAY, SEPTEMBER 28, 2025

Autumn fest held at DU with call for reviving nature

DHAKA : Autumn Festival 1432 was celebrated at Dhaka University yesterday with an appeal to revive and conserve the nature, reports BSS.

ShororituUdzaponJatiyaPorshod (Six Seasons Celebration National Council) arranged the festival at the Bokultola of the Fine Arts faculty to feature the cultural significance of Bangla seasons.

Council's convener Ehsan Mahmud presided over the event and eminent poets, litterateurs and cultural personalities joined it.

Director General (DG) of Press Institute of Bangladesh (PIB) FarukWasif, DG of Bangla Academy Mohammad Azam, Executive Director of Nazrul Institute Latiful Islam Shibli, editor of AmaderShomoy newspaper and a valiant freedom fighter Abu Sayeed Khan spoke on the occasion, among others.

Member Secretary DipantoRayhan delivered the welcome speech. Poet Saif Bari, MridulMahbub, among others, participated in the poetry recitation.

PIB DG FarukWasif said, "Festivals are rare here in our city. Autumn has already arrived in nature, 'KashFul' flowers have bloomed, Shefali blossoms have spread fragrance but our city sounds like remained irresponsive to the arrival of the month."

Urging for cultural coexistence of the people from different communities, he said, "Nature is what unites our culture in food, clothing, family structures, and emotions. True culture means coexistence, embrace and harmony, not hatred or fear." Bangla Academy DG Mohammad Azam marked autumn as the season of the bluest skies, the brightest moon and the most beautiful stars. "Though the country faces challenges, autumn is a blessing of hope. We can experience nature even in urban life through poetry, music and cultural activities," he said.

Noting the arrival of autumn in a mixture of sacrifices of the country's youth, Latiful Islam Shibli said, "After a bloody monsoon uprising, KashFul (autumn's flowers) still seem to carry stains of blood." "The revolution's first part succeeded, but in the second phase we failed. This autumn, through poetry and culture, we will keep alive the struggle against fascism."

Noting the gradual and alarming decline of Kash flowers in recent years, he urged for creating environmental awareness across the country.

Other speakers highlighted the grandeur of Bangladesh's natural treasures saying nature is the source of Bangla literature, culture and arts.

The festival ended with a cultural segment featuring songs by KohinurAkterGolapi and Sagar-Baul's troupe, and a dance performance by Rachel Prianka.

JU recitation body 'Dhony' gets new executive committee

JAHANGIRNAGAR UNIVERSITY :Jahangirnagar University (JU)-based cultural recitation organisation'Dhony' has announced its executive committee for the 2025-26 tenure.

Debanjana Deb, a student of the 51st batch from the Department of English of JU, has been elected president while Arpita Pradhan, a student of the 51st batch from the Department of Geography and Environment of JU, made general secretary of the new committee, said a press release here today.

Other office bearers are Vice-President IffatSharminNijhum, Joint General Secretary Imtiaz Ahmed Shihab, Organising Secretary Masud Rana, Assistant Organising Secretary Nabila Mahmud, Treasurer Zanib Hasan Matia and Assistant Treasurer Rashed Reza.

The committee also named KaziJahanara Helen as Office Secretary, FaimaAkterBarsha as Assistant Office Secretary, HimadriShekharDebnathBadhon as Publicity and Communication Secretary, Md. Angur Mia as Assistant Publicity and Communication Secretary, MiliAkterSrabonti as Literature and Publication Secretary, NajmuSakib as Assistant Literature and Publication Secretary, ShababShahriarOrko as Information and Technology Secretary and Fazle Rabbi as Assistant Information and Technology Secretary. Besides, the executive members of the new committee are Sumaiya Amin Oishi, TafriaZerinRaka, SumitKundu, AnkhiAkter and MohiniTamim.